CINEPEDIA

Summer 2014

A CINEMASCOPE PUBLICATION
& A ULABIAN SPECIAL SUPPLEMENT

Film Facts
Facebook Corner

A visual journey with
Roosevelt Azam

Film Review
Kahani

We will forever
miss you sir!

COVER STORY
New dilemma for Cinemagoers

New Colours for
Dhallywood

EDITORIAL

What you are holding in your hands right now is the fruit of the seed we laid two years back. The Film Apprentice Program, from the very beginning, has been a platform for students who eat films, sleep films, live films. It is a program made of the students and for the students.

At first, it was just a process to get involved in video productions and improve skills. But as we moved ahead, it came to be known as the "Cinemascope" under the guidance of our Senior Lecturer Mohammad Shazzad Hossain.

We did not want to just show-off with our productions at that point and had to do something substantial. We arranged screenings for all students bringing up the best films from the Bangalee filmmakers. But we have learnt that a program or a club does not reach its ultimate goal without a good publication. We are talking about such a publication that people will read not only for enjoyment, but also for learning. It, therefore, has to be something that people will keep in their hearts and will then automatically make its way into history.

We are greatly thankful to Sanjana Rahman for carrying on for as long as she could as the coordinator of the initiative.

When I was assigned with the job, I knew I had friends on whom I could count on for backing me up. They did not let me down. This publication was made possible only by those writers, who wanted to speak through their words.

Secondly, I want to apologise if anything went wrong from the excitement of bringing the magazine to life. This is a dream that we made true.

Lastly, I want to thank Dr Jude William Genilo for keeping faith on us and making sure that we sailed our boat right. I also want to thank our supervisor Mohammad Shazzad Hossain for being a beacon of hope for us always.

I wish that this magazine will live through ages and we will see it grow old and stronger.

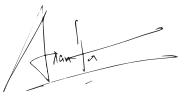

Ananta Gourab
Eitor, CinePedia

INSIDE

03 **Page 3**
Activities of Cinemascope

04 **New dilemma for Cinemagoers**
Ananta Gourab

05 **বাংলা সিনেমার অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত**
ইশরাত জেরিন

06 **New colours for Dhallywood**
Dil Afrose Jahan

07 **অনন্ত জলিল সমাচার**
দাউদ অর রশিদ

08 Bollywood Preview
KAHAANI
Tasnima Akhter

09 **সিনেমানামা**
মদিনা জাহান রিমি

10 **Facebook Corner**

11 **Film Facts**

12 A visual journey with
Roosevelt Azam
Saddat Hossain

14 চলচ্চিত্র পর্যালোচনা
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী
জাহিদ গগণ

17 বাংলাদেশী স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্রের
আদ্যোপান্ত
নাহিয়ান মুনতাসির

17 We will forever
miss you sir!
Ananta Gourab

19 **Directors' Quote**

The CinePedia Team | Chief Advisor: Dr. Jude William R. Genilo, Advisory Editor: Mohammad Shazzad Hossain, Editor: Ananta Gourab (MSJ), The CinePedia hub: Israt Zerin (MSJ), Dil Arose Jahan (MSJ), Daud Ur Rashid (MSJ), Modina Jahan Rime (MSJ), Saddat Hossain (MSJ), Zahid Gogon (MSJ), Nahian Muntasir (MSJ), Copy Editor: Rajib BhowmickIllustration: 3RMC

Activities of CinemaScope

A Film Aprenticeship Program of ULAB

1

ULAB Film Apprentice Program Cinemascope members after the successful event entitled ***Remembering Rituparno***

2

Cinemascope members in a photographic moment after the daylong shooting of ULAB Promotional video shown in ULAB's Second Convocation in October 2012.

3

ULAB MSJ Head Dr. Jude William R Genilo, faculty member and Cinemascope Advisor Muhammad Shazzad Hossain with professional storyboard artist Mr. Roozvelt Azam during a workshop organized by Cinemascope.

4

Cinemascope members after organizing film festival on South Korean Filmmaker Kim Ki Duk entitled ***Idiosyncrasy of Kim Ki Duk***

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/CinemascopeULAB

New dilemma for Cinemagoers

Big kids like us do not have much to do these days. Hanging out with friends or being on a date takes quite a lot of head-scratching to figure out where to go. Having fun in the true sense of the expression is not that simple for the city dwellers of our age. At first you have to deal with the notorious Dhaka traffic and then with your wallet. Most of the times the hard earned(!) bucks from your parents seem to go "poof" in the air. Let us say you want to watch the latest movie, not on the DVD on your desktop personal computer at home with mini speakers. All the real fun of watching a movie could be found in a film theatre with giant screen and massive speakers.

What will be your first choice? Balaka Cinema Hall may be the first thing to hit your mind if your wallet is sobbing. But then you will start thinking – well the environment is not up to the mark and above all, there is no 3D!

So, you are bound to be left out with one last choice – the Star Cineplex at the Basundhara City with its new halls and the whole new 3D experience. The movies that they show are pretty good and ensure quality times spent with friends and families.

Those who watched "Life of Pi" in 3D for the first time in Cineplex surely had an adrenaline rush. The good thing about having a cinema hall at a shopping mall is that you can do all kinds of other things before and after watching the movie – choose the best fast food court or buy your favourite clothes and cell phones and so on.

Now, the question that might be itching in your head is that why am I not saying anything about the Jamuna Future Park and its exciting new Blockbuster Cinema Hall?

The third largest cineplex in the world with seven state-of-the-art theatres, the Blockbuster Cineplex has to offer some great movie experience that there is. There are two classes of seats

Continued on **Page 13 Column 1**

বাংলা সিনেমা'র

অতীত বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত

হলিউড যখন অ্যানিমেশন আর ত্রিমাত্রিকতার পরাবাস্তবতা নিয়ে ব্যস্ত, এপার-ওপারের বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে তখনও সেই অ্যাকশন- রোমান্সধর্মী মশলা সিনেমা। তবে দিন বদলেছে। সেই দিন বদলের হাওয়া ওপার বাংলার বাণিজ্যিক ছবির ধারাকে আমূল বদলে দিলেও এপার বাংলায় সেই পরিবর্তনটা সীমাবদ্ধ থেকেছে তথাকথিত 'বিকল্প' ধারার চলচ্চিত্রে।

উত্তম-সুচিত্রা পরবর্তী টালিগঞ্জ বেশ বড় একটা সময় বাক্সবন্দী হয়ে পড়লেও গেল ১০-১২ বছরে তার উত্তরণের দৃশ্যপটটাও চোখে পড়ার মতো। ৩০ লাখ থেকে এক লাফে ছবির বাজেট চলে এসেছে ৫ কোটি রুপিতে। প্রচারণাব্যায় ছুয়েছে কোটির সীমা। মুর্শিদাবাদের ভাঙাচোরা সিনেমা হল থেকে টালিগঞ্জের ছবি এখন টেক্কা দিচ্ছে শাহরুখ, আমির কিংবা সালমানদের ছবির সঙ্গে, দখল করে নিচ্ছে বিশাল বিশাল মাল্টিপ্লেক্সের পর্দা। মেদিনীপুরের চায়ের দোকান থেকে বাংলা ছবির গান এখন কলকাতার ভদ্রজনতার মোবাইলে রিংটোনে।

উত্তম সুচিত্রার জাদুকরী রসায়নের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ক্রান্তিকালে প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা'র অবদান অস্বীকার করা অনভিপ্রেত। আর হালে ভোল পাল্টানো প্রসেনজিৎ প্রমাণ করে চলছেন অভিনয়টা তাকে দিয়ে বেশ ভালোই হয়। পাশাপাশি জিৎ, দেব, যিশু, পরমব্রত, কোয়েল, পায়েলের মতো একঝাক নতুন মুখের মিছিল ঋদ্ধ করেছে টালিগঞ্জকে। শুধু কুশীলবের লম্বা ফর্দ না, ফিল্ম ইনস্টিটিউট ফেরত একঝাঁক নতুন প্রজন্মের নির্মাতা আর ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধাকেও ধন্যবাদ দিতেই হয়। সবকিছুর পাশাপাশি অবাঙ্গালী ধনকুবেরদের অর্থলগ্নীকেও এই বিগ-বাজেট বুম এর নেপথ্য নায়ক হিসেবে ভাবতে রাজি অনেকেই। যে মিলিত প্রচেষ্টার ফল আজকের 'অটোগ্রাফ', 'বাইশে শ্রাবণ', 'চল পাল্টাই', 'ফাইটার', 'রোমিও', 'গয়ণার বাক্স' কিংবা 'প্রলয়'। সেই নতুনের হাত ধরেই ফিরছেন একদা সত্যজিতের হাতে গড়া বিভূতিবাবুর অপু কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'চারুলতা'।

> বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে জাতি গঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনেক। ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম

টালিউডের তুলনায় ঢালিউডের পরিবর্তনের ধারা খানেকটা ভিন্ন। '৫৬ তে 'মুখ ও মুখোশ'–এর মাধ্যমে সবাক হওয়া ঢালিউডি সিনেমা গত ৫৬ বছরে উপহার দিয়েছে 'সুজন সখি', 'সারেং বউ', 'ছুটির ঘণ্টা' কিংবা 'জীবন থেকে নেয়া' র মত অসংখ্য রুচিসম্মত ও সৃজনশীল ছবি। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ঢালিউড পেয়েছে জহির রায়হান, আব্দুলাহ-আল-মামুন, চাষী নজরুল ইসলামসহ আরও অনেক প্রতিভাবান প্রযোজক এবং পরিচালক। দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মানুষের আবহমান বাংলার চিত্র তুলে ধরার মাধ্যম এই চলচ্চিত্রের প্রতিটি দশক দর্শকদের দিয়েছে নতুন নতুন উপহার। প্রেম, ভালবাসার রোমান্টিক আখ্যানে ভরপুর সত্তুর-আশি কিংবা নব্বইয়ের দশকের চলচ্চিত্রগুলো প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে রাখত ফারুক-ববিতা, রাজ্জাক-কবরী, আলমগীর-শাবানা জুটির সাবলীল অভিনয়। খলনায়ক হয়েও দর্শক ধরে রাখার ও মন জয় করার গুণটি যেন জন্মগতভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন এটিএম শামসুজ্জামান, হুমায়ন ফরিদী, রাজীব কিংবা আহমেদ শরীফেরা।

কিন্তু নতুন সহস্রাব্দের অশ্লীলতার ঝড় হঠাৎই যেন বদলে দেয় বাণিজ্যিক ছবির পুরো প্রেক্ষাপট। খোলামেলা পোশাকে তথাকথিত নায়িকাদের কদর্য যৌনতার নগ্ন উপস্থাপনে আবেদনসৃষ্টির প্রয়াস। পাশাপাশি যুক্ত হয় ভয়ংকর ভায়োলেন্স আর অকথ্য ভাষারীতির প্রয়োগ। অবাক করা হলেও সত্যি, 'লাগাও বাজি', 'ডেঞ্জার মেয়ে', 'মডেল গার্ল', 'জিদ্দি নারী', 'ফায়ার' এর মতো অশ্লীল ছবিগুলোর উৎপত্তিস্থল দেশের সিনেমা নির্মাণের সরকারী পৃষ্ঠপোষতার পাদপীঠ এফডিসিতেই। তারচেয়েও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় গেল বেশক'বছর ধরে শীতনিদ্রায় যাওয়া অশ্লীল ছবির সেই ধারা, জেগে উঠছে আবারও। শোনা যাচ্ছে তাদের ফেরার আগমনীবার্তা।

বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি সিনেমা আন্দোলনের ফসল 'বিকল্প' ছবির ধারণাতেও আছে বিস্তর বিতর্ক। কারও

বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

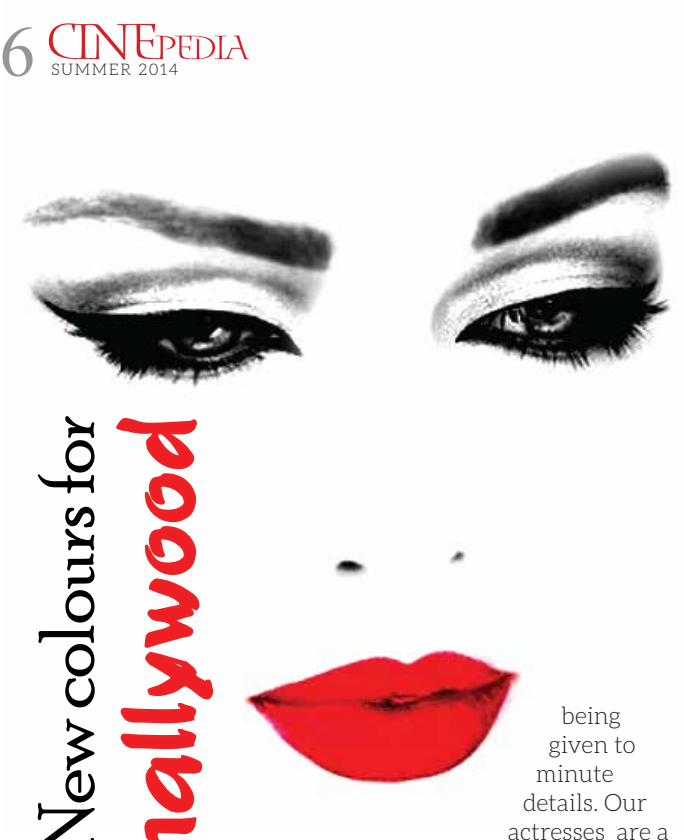

New colours for Dhallywood

Actresses, with as many as six layers of makeup on their faces appearing on silver screen in Dhallywood movies no matter what the role is, are not a rarity. For an artist, look does matter on screen. Since different roles carry different looks and attitudes, an artist must always pay special attention to looks.

A few decades ago – an era often termed as the golden age of Bangla movies – it used to be different. The makeups that the actresses used to put on were all very similar – virtually every female character in a film was given the same flat makeup.

But things have changed today. A lot of attention is being given to minute details. Our actresses are a lot more aware and knowledgeable about using colours on their faces. They now know how proper makeups can do wonders on screen.

A few decades ago–an era often termed as the golden age of Bangla movies–it used to be different. The makeups that the actresses used to put on were all very similar–virtually every female character in a film was given the same flat makeup.

Dhallywood diva Jaya Ahsan said: "The silver screen is completely different from the small screen in terms of costume, makeup, hair styling and dialogues. When I decided to work for both the media, I wanted to introduce something new to the industry – something that would be exclusive to me. I have been working hard for perfecting my roles. I take a lot of care about my look because I need to be sure that my makeup perfectly suits my role. The audience that we cater to is mixed in character featuring mass, sub-urban and urban viewers. They all have different expectations from particular actors. I always keep those unique expectations in mind when I go on screen."

Rookie Dhallywood sensation Mahiya Mahi said: "I do work a lot on my makeup. Making sure that the makeup goes with the character is every important for an actor. I must also keep in mind the audiences' expectations."

During the mid-1990s, Dhallywood makeup was virtually a disaster. Neither the makeup artists, nor the actresses had the faintest of ideas about what colours to be put on.

However, that has changed a lot in the recent years with both makeup artists and actresses evolving.

Nowadays, most of them are very concerned about how they look on and off screen.

DIL AFROSE JAHAN

STAR SAMACHAR

অনন্ত জলিল সমাচার

এম.এ. জলিল অনন্ত, অনন্ত জলিল নামেই যার সিনেমাটিক পরিচয়। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের এ সময়ের আলোচিত নায়ক। প্রথম ছবি 'খোঁজ দ্য সার্চ' থেকেই নানাভাবে আলোচিত ও সমালোচিত। শেষ ছবি ২০১৩ রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া 'নিঃস্বার্থ ভালোবাসা'। ওই ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনাতেও আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। অভিনয়ের বাইরে পাকাপোক্ত একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দু'বার সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন।

চলুন ঘুরে আসি তাকে ঘিরে আলোচনা -সমালোচনার রাজ্য থেকে। অনন্ত জলিলের 'পম গানা' বচন নিয়ে এর আগে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে বিভিন্ন মিডিয়া। উপস্থাপিকার কাছে অপদস্থ হয়েছেন টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের অতিথি হয়ে। সেই সাক্ষাৎকারের খণ্ডিত অংশ অনলাইনে প্রচার করে তা নিয়ে করা হয়েছে আরেক দফা গণঠাট্টা। ধারণা করা হয়, গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে কিছু স্যাডিস্ট মানুষের ক্রমাগত বিষোদগারে 'অনন্তকে নিয়ে হাসতেই হবে, না হলে আপনি স্মার্ট নন'– এ ধরনের একটি ধারণা তৈরি হয়েছে হালের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। অনন্তের স্ত্রী বলে একই বিদ্রুপের তীর বর্ষার দিকে। অথচ বাংলাদেশে গড়পড়তা ছবির তুলনায় অনন্ত জলিলের ছবিতে কিছু দৃশ্যায়ন (বিশেষ করে গান ও অ্যাকশন দৃশ্য) আকর্ষণীয় বলা চলে। নির্মাণকৌশল যেমন তুলনামূলক উন্নত, অনন্ত-বর্ষার পর্দা উপস্থিতিও বেশ তারকাসুলভ। তাহলে এ সমগ্র বিদ্রুপের গোড়া কোথায়? এর মূলে কী অনন্ত'র অতি সাধারণ পারিবারিক অতীত? নাকি পরিচয়হীনতায় ভোগা মধ্যবিত্ত সমাজের মিথ্যে অহমবোধ তাড়িত করছে আমাদের? নাকি সবার সামনে জাহির করে শ্রেণী উত্তরণের শেষ চেষ্টা? সিনেমার পর্দায় কিংবা সাক্ষাৎকারে ভুলভাল উচ্চারণ অথবা অতিনাটুকে কথাবার্তায় উচ্চারণ পারদর্শী বোদ্ধাশ্রেণীর তাচ্ছিল্যবোধ যৌক্তিক। কিন্তু বাকিরা কি মাত্রাতিরিক্ত হাসাহাসি করেছে অনন্তের চেয়ে নিজেদের আলাদা বোঝানোর হাস্যকর তাগিদ থেকে? নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অনন্ত এক অর্থে এ দেশের অধিকাংশ পরিবারের প্রতিনিধি। যে পরিশ্রম আর অধ্যবসায় থেকে অনন্ত একজন গার্মেন্টসকর্মী থেকে অনেক গার্মেন্টসের মালিক হয়েছেন, তাঁর দানশীলতা ও পরোপকারের যেসব ঘটনা জানা যায়, যেভাবে তিনি বিদেশি সংস্কৃতির আধিপত্যের যুগে সাহস করে অত্যন্ত ব্যয়বহুল বাংলা ছবি বানিয়ে দর্শক টেনে আনছেন, তাঁর প্রতিটি বিষয় প্রশংসার যোগ্য। অনন্তের কাছে বাংলা ছবির বিশুদ্ধ ব্যাকরণ বা গভীর মতাদর্শ কোনো কোনো দর্শক আশা করতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে তাঁদের উচিত হবে 'নিঃস্বার্থ ভালোবাসা' না দেখে তারেক মাসুদ বা গোলাম রব্বানী বিপ্লবের ছবিগুলো দেখা। অনন্তের কাছে তরুণ প্রজন্মকে ইংরেজি শেখানোর দায়িত্ববোধ হয়তো কেউ কেউ আশা করতে পারেন। তাদের উচিত হবে এইচবিও খুলে বসে থাকা। অনন্তের কাছে খুব মেধাবী কিছু কেউ আশা করার আগে উচিত হবে প্রথমে রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের কাছে মেধার চর্চা আশা করা। সেক্ষেত্রে অনন্তকে স্রেফ একজন এন্টারটেইনার হিসেবে দেখাটাই বরং শ্রেয়। অনন্তের চেয়ে বহুগুণে অতিনাটকীয় হওয়ার পরও রজনীকান্ত

বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

BOLLYWOOD REVIEW

KAHAANI

Kahaani is one of a kind action spy thriller that took the Bollywood audience by storm soon after its release. This movie is about a woman looking for the assassin of her husband. The couple worked for an Indian state intelligence agency. One of their fellow agents double crosses them and turns into a dangerous terrorist. After the killing of her husband, the woman was not only assigned to hunt down the rouge spy, she was also at the same time bent on avenging her husband's murder.

The lead character is portrayed by noted actor Vidya Balan, who played under the pseudo name Vidya Bagchi. The dynamic actress that she is, Vidya suited perfectly into both the molds of her character – a pregnant Indian woman in search of her missing husband and an accomplished espionage agent.

Parambrata Chaterjee – a heartthrob in Kolkata movie circles in his own right – also did really well as a junior police officer.

Unlike typical Bollywood movies, Kahaani is devoid of any unnecessary dance numbers or lip-sync melodies. The background scores used in the movie are not just rare in the Indian context, but also wonderfully complement the plot development.

The selection of Kolkata and the time of Durga Puja, the busiest time of the year in the megacity, turned out to be absolutely perfect, being justified by the penultimate scene where Vidya reveals her true espionage self. Director Sujoy Ghosh could not have chosen a better time and a better city and a better outfit. The white saree with red linings, the traditional outfit of women during the Durga Puja, was fantastically chosen as a disguise for Vidya. Virtually every women in Kolkata wears this traditional outfit during Durga Puja celebrations.

Unlike some of the funny and exaggerated actions scenes that we see in many other Bollywood movies, the actions in Kahaani for a change were real and perfectly suited to the motive of a spy thriller.

In some scenes, the lighting seemed awkward. One such scene is when Bob Biswas looks for Milan Damjee's personal file at the old NDC office. The lighting could have been way better because there are other ways to show that an office was creepy.

The movie focuses on the inner spirit of us. It does not matter whether you are a single woman or a single mother or whatever else people may think you are. The movie tells us that believing in what you do and keeping your focus on it is crucial for reaching the goal.

It does not matter what culture or religion a viewer belongs to, everyone is bound to admit that Kahaani is a well-made movie. I believe that in near future this movie will come around and be recognised as a milestone for Bollywood and be rated among movies such as Sholay, Dilwale Dulhania Le Jayenge, 3 Idiots, and so on.

I would rate the movie a perfect 5 out of 5.

TASNIMA AKHTER

সিনেমানামা

ক্লাস রুমে স্যার যদি প্রশ্ন করেন, "নিজেদেরকে দশ বছর পর কোথায় দেখতে চাও?" রুবেল ছেলেটা হাত উঁচিয়ে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে উঠে, "হলিউডে"। ওর চোখের স্বপ্ন যে কাউকে মুগ্ধ করে দিতে বাধ্য করে। ওর জন্য দোয়া করতে বাধ্য ওর শুভাকাঙ্খীরা। স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়া হলে তবেই তো কিছু একটা করে দেখানো সম্ভব। স্বপ্নই যদি না থাকে তাহলে দৃষ্টি কোথায় স্থির রেখে পথ চলবে স্বপ্নচারী? রিফাত তার চারপাশের সবকিছু নিজের চোখের থেকেও, ভিডিও ক্যামেরার চোখে ফেলে একটা চিত্রমালা এঁকে ফেলার চেষ্টায় থাকে সবসময়। থাকবে নাইবা কেন, যার স্বপ্ন অনেক বড় সিনেমাটোগ্রাফার হবার তার চোখ এবং মাথাকে তো ভিজুয়্যালি তুখোড় হতেই হবে। হয়তো আলোর গতির মতই দ্রুত তার চোখ দিয়ে আঁকিবুঁকির কাজটা শিখে নিতে হবে। সাদাত নতুন-নতুন ডকুমেন্টারির থিম নিয়ে ভাবতে থাকে আর এলোমেলো ভাবে হাঁটাহাঁটি করে ক্যাম্পাসের লবিতে। দেখেই বোঝা যায় স্বপ্নে চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে তার। ব্যাগের কোণে পরে থাকা ছোট নোটবুকে হিবিজিবি করে লিখেও রাখে থিমগুলো। মাঝে মাঝে নোটবুক বের করে দুএকটা থিম বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে। ওরা চলচ্চিত্র পরিচালনা করবে, ওরা ডকুমেন্টারি বানাবে। স্বপ্নটা যেমন ওদের, তেমনি আমাদেরও। আমরা বন্ধুরা স্বপ্ন দেখি ওদের নাম কুশলীর তালিকায় ঠাই পাবে এমন একটা সিনেমা কিংবা ডকুমেন্টারি দেখবো। মিউজিক কম্পোজিশনের নেশা যার, সেই পাভেলকে ফোন করে বলবো, বন্ধু তোর কম্পোজিশন অসাধারণ হয়েছে। যার যেদিকটাতে গুন আছে, তারা মেধার দামে কিনে নেবে নিজেদের সুনাম। আর আমরা গর্ব করবো তাদের নিয়ে। আজ আমি লিখছি তাদের স্বপ্নের গল্প। একদিন এমন কেউ লিখবে, যা পড়ে ওদের গল্প জানবে বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের হাটবাজার সৃজনশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের হাতে চলে যাক। হোক না তারা তরুণ,

ওর চোখের স্বপ্ন যে কাউকে মুগ্ধ করে দিতে বাধ্য করে। ওর জন্য দোয়া করতে বাধ্য ওর শুভাকাঙ্খীরা। স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়া হলে তবেই তো কিছু একটা করে দেখানো সম্ভব।

কিন্তু সুযোগে পেলে তারা পারবে পাল্টে দিতে গতানুগতিক পরিচালনা, গৎবাঁধা গল্পের ধারা। ছুঁইয়ে দেবে নতুন কোনও এক স্বাদ।
সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, জহির রায়হান কিংবা ঋতুপর্ণ ঘোষের মত সিনেমা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সিনেমাস্কোপের যে আয়োজন তা ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরেফিরে আবারও ওই স্বপ্নবিলাসীদের কাছেই যেতে হচ্ছে। এই আয়োজন-গুলোই একদিন স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে তাদেরকে। ভবিষ্যতে হয়তো তাদেরই নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে কোনও না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে। স্বপ্নবাজদের স্বপ্ন পূরণ হলে দর্শকরাও পাবে চমকে যাবার মতো কিছু একটা। আজকে যে সাউন্ড সিস্টেম চারদিক প্রকম্পিত করছে মুন্নি-শিলা কিংবা বিবার-রিহান্নার ভিনদেশী সংগীতসুধা, কালকের দিনটা হয়তো সেখানেই যায়গা করে নেবে পাভেলদের মতো একজন। সেই কালই হয়তো সাদাতের মতো কেউ বিশ্ববাসীকে পরিচিত করবে নতুন এক বাংলাদেশের সঙ্গে। রিফাতের চোখে দেখা দৃশ্যেই মুগ্ধ হবে দর্শক। কিংবা রুবেলের মতো কারও বদৌলতে আমরা হয়তো আগ্রাসী মশলা ছবি কিংবা মেগাসিরিয়ালের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবো।

মদিনা জাহান রিমি

FACEBOOK CORNER

Masumul Arefin

The Lunchbox– 2013 ... একটি কাকতালীয় প্রেমের জীবনমুখী উপাখ্যান

কেউ একজন বলেছিলেন "প্রেম কখনও করা যায়না...প্রেম হয়ে যায় । পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে জীবনে একবার হলেও প্রেমে পড়েনি। বিপরীত লিঙ্গের কারোর একটি বিশেষ দিকের (হতে পারে রূপের মহিমা অথবা ওনাওন) প্রতি অহমিকা অকস্মাৎ করলে মানুষ প্রেমে পড়ে যায়...কিন্তু কারো জীবনে যদি এমন প্রেম আসে যার কোনো গন্তব্য নেই... যেখানে গন্তব্যের মানুষ হয়ে যায় অগোচরে...যার সাথে হয় না একটিবারের জন্যও দেখা অথচ তার প্রতি বিরাজমান থাকে সীমাহীন ভালবাসা...তাহলে সেটাকে কি বলবেন কাকতালীয় !!. এমনি একটি জীবন ঘনিষ্ট কাকতালীয় ভালোবাসার গল্প 'দি লাঞ্চবক্স'

ছবিটির প্রতি আলাদা এক ধরনের ভালো লাগা থেকে মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে লেখা এই রিভিউটি যা রিভিউ প্রতিযোগিতায় জমা দেয়া হয়েছে... যদি রিভিউটি এতটুকুও ভালো লেগে থাকে আপনার তাহলে ব্লগের উপরে ফেসবুকের লাইক বাটনে (এইখানে নয়) একটা ক্লিক করার অনুরোধ রইল...আপনার একটি ভোট আমাকে অনেক ভালো কিছু রিভিও লেখায় উৎসাহিত করবে...ধন্যবাদ

http://movieloversblog.com/green-dreamer/15595

অভী নিবরাস

অত্রত্রাপিত , কিন্তু World War Z ভালো লেগেছে। সব জায়গায় মুভিটার সুপার ট্রেলার আর PG-13 Rating দিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। কেননা, Zombie মুভি মানেই সবাই ব্লাড আর গোর দেখতে চায়, তা না হলে মজা কই? তাই Zombie film fan রা অকপটভাবে পরিত্যাগ করছে মুভিটাকে। একটা বেশ অরেডিড উপন্যাস অবলম্বনে করা World War Z এর পরিচালক মার্ক ফস্টার Quantam of Solace এর পরে আরেকটি বড় বাজেটের মুভি এনেছেন আর মার্কেটিং বাড়ানোর জন্য কাস্ট করেছেন ব্রাড পিট কে। কিন্তু আমার কাছে মোটেই কাস্টিংটা ভালো লাগেনাই, এমনিতেই World War Z একটা চরম ফ্যাক্ট পেজড মুভি, তেমন কোন গল্প এর বালাই নেই। তবে বড় স্কেলে উঠে এসেছে Zombie Apocalypse। অ্যাকশন আর অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর মুভিটায় তেমন কোন ক্যারেক্টার ডেভলপমেন্ট নেই। তবে উপভোগ করেছি এর চ্যাপ্টারগুলো। ২ ঘন্টায় বেশ কিছু শ্বাসরুদ্ধকর অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে। যেন প্রতিটাই যে কোন ফিল্মের ক্লাইম্যাক্স হতে পারে। মনে রাখবার মত সিনের মধ্যে ইজরাইলে সেনা ঘেরে উঠার দৃশ্যটা সেরকম লেগেছে।
তবে সব চেয়ে বড় সাজাইছে ফিল লাস্ট থার্ড। পুরা মুভির ফুলনাচ ছিল। জো এবং ট্রিপি। সিজিআই ঘাড়া অস্থি তৈরির আইডিয়াটা সম্পূর্ণ ১০ এ ১০ পাওয়ার মত। সেলিক থেকে পরিচালক ব্যাডেটকে ভালো মতই ব্যবহার করেছেন বলব। I am Legend, 28 Days Later, 28 Weeks Later, contagion এর মত মুভি যাদের হজম হবেনা, তাদের জন্য World War Z। এই মুভি দেখে অনেক নতুন zombie movie fan তৈরি হবে আমি নিশ্চিত।

World War Z কে ধরে বললে উপরে উল্লেখিত বাকি zombie মুভিগুলাকে অপমান করা হবে। তবে ভালো পরিমাণে ফিল ফিল পুরা মুভিটায়। বড় পর্দার জন্য পারফেক্ট।

৭.৫/১০

Demoniac Axiom

পারিসে 'প্রা প্রি' জেতা চলচ্চিত্র 'শুনতে কি পাও!' এবার দেশালের কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত ফিল্ম সাউথ এশিয়াতে 'জুরি অ্যাওয়ার্ড' জিতেছে।

৩ অক্টোবর থেকে ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রামাণ্য উৎসব ফিল্ম সাউথ এশিয়ার মূল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশের এই সিনেমা।

ফিল্ম সাউথ জুরি অ্যাওয়ার্ড পেল 'শুনতে কি পাও!' - একা আহমেদ ডট কম
www.abongamra.com

পারিসে 'প্রা প্রি' জেতা চলচ্চিত্র 'শুনতে কি পাও!' এবার দেশালের কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত ফিল্ম সাউথ এশিয়াতে 'জুরি অ্যাওয়ার্ড' জিতেছে। এক দেশের মাধ্যমে খবরটি বিশ্বের করেছেন সিনেমার পরিচালক কামরান আহমেদ সাইমন। ৩ অক্টোবর থেকে ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রামাণ্য

Like · Comment · Follow Post · Share · October 8 at 10:57pm near Dhaka

6 people like this.

Ananta Gourab

The Time Traveler's Wife (2009) ~ IMDB Rating : 7.0 ~ Rotten Tomatoes Rating : 37% (Audience 65%) ~ Genre : Drama/Romance/Fantasy.

Sobai chay somoy finey pete, koto kichu bodle dite pertam tahole ! But ei movie'r hero'r jonno eta ek dhoroner curse. Ek genetic disorder er karone se time travel korte pare - jodio ekebarei tar ichha moto na ! Tai bole ki se love korbe na? Biye korbe na? Tahole tar wife ki korbe jokhon se dekhbe tar husband bina notice e time travel kore fele? Odvut rokom er sundor ek film.
Ami life e khub ekta beshi Romantic movie dekhini eta shotti, but tarporo ami bolte parbo je aro 1000 ta movie dekhleo eta sob somoy amar 10 favorite list e thakbe. Bhalobashar definition change hoye jai erokom kichu film e ....
Jodi na dekhe thaken..... ar kichu bolte hobe?? 😀

Sohas Al-Amin Lelin

মাইন্যাস রেটিং থাকলে তাই দিতাম এই মুভিকে।
কোন কাহিনী নাই। মাত্র কয়েকটা লাইনে রিভিউ লিখা যায়।
বাবলি (রানবির) একজন গাড়ি চোর। একসময় নায়িকাকে দেখে প্রপোজ করে। কিন্তু নায়িকা প্রত্যাখান করে। তিনেন (জ্যাকেন জাক্সি)'এর একটা গাড়ির গ্যারেজ হয়। নায়িকা অনেক কষ্টে একটা গাড়ি কিনে কিন্তু নায়ক সেই গাড়িই চুরি করে তিনেনকে দেয়। যখন জানতে পারে তখন নায়িকাকে নিয়ে যায় তিনেনের কাছ থেকে গাড়ি উদ্ধার করতে। এবং নায়ক চুরির টাকা দিয়ে একটা প্রিন্টিংখানা চালায়, যে নিজেও একটা প্রিন্টার। যখন তারা তিনেনের গাড়ি চুরি করে তখন ওটাতে তিনেনের অনেক টাকাওয়ালা একটা ব্যাগ থেকে যায়। এরপর তিনেন সব প্রিন্ট বাচ্চা আর নায়কের চুরির গাড়িনার বন্ধুকে খরে নিয়ে যায়। এদিকে ঋষি আর কিছু কাপুর পুলিশ, বাদের কোন সম্মান নেই। তারা একটা সন্তান এডাপ্ট করতে চায় ঐ প্রিন্টিংখানা থেকে এবং ব্যবসিকেও খাঁটো চোর হিসেবে।
শেষ দৃশ্য তারা ব্যবসিকেই জ্বাল হয়ে যায় বলে (নায়ক পম্প-বম্প করে সবাইকে বাঁচায়) এডাপ্ট করতে চায়।
কাহিনী শেষ !!!

*** আমার 700MB নেট ছাড়াই ধরে করাবি 😀 😀

IMDB Rating 4, আমার রেটিং সাইবাস।

সাহিত্য ভূষণাল গীর

127 hours

পরিচালককে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার কিছু নেই । তিনি ডানি বয়েল । ব্লাডডাগ মিলিনিয়ার এর মত অসাধারণ ছবির নির্মাতা । তবে সেরা পরিচালকের সেরা ছবিটির মূল্যায়ন কম হয় – এই ই হল মিডিউজ এর নিয়ম । যেমন মোলাজ এর বাটি মাত্র বরাবর ইনজেকশন
আমাকে যদি প্রশ্ন করেন ডানি বয়েল এর জীবনের সেরা নির্মাণ কি ? আমি অবশ্যই বলবো 127 hours

ক্ল ডান কাটিনিস ১ এক পাথরের মাঝে একটা হাত আটকা পড়ে যায় এরন গী রোলস্টান নামের এক যুবকের । খেলার মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু পাহাড়ের মেখায় পাগল এই যুবক খেলার আটকা পড়ে সেখান থেকে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যম নেই । মাঝে মাঝে তার মাথার উপর দিয়ে শুধু উড়ে যায় বেতি বিমান । এর পর শুরু হয় মৃত্যুর সাথে তার মানসিকতার খেলা । হ্যালুসিনেশন আর জীবনের সকল স্মৃতি পর পর করে ঝলে উঠতে থাকে । বাঁচার অধিকার তাদের ই আছে যারা মৃত্যুকে বারবার ভয় দেখিয়ে ফিরিয়ে দেয় । অসাধারন সেই সারভাইভাল এর গল্প সত্য ঘটনার উপরে নির্মিত 127 hours

নায়ক জেমস ফ্রাঙ্কো স্পার্টাকাসনাল ছবির সেই হারি । তার অসাধারন অভিনয় এবং স্বভাব সুলভ চারিত্রিক এটিটিউড ছিল অসাধারন । অনেকেই হয়ত তাঁর ব্রাইডা অস্কার পা প্রার্থে অস্ক পা এগস দেখেছেন । তবে অডেডাউটেডলি 127 hours তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা ছবি ।

২০১০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি ৮৩ তম একাডেমি এওয়ার্ড ১ Best Picture, Best Actor, best Adapted Screenplay, Best original Score , Best original song এবং Best Film Editing বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে ৩ অস্কার পায় মি । ছবির থিম সং "If I rise" critics best song Award পায় । সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ডারেকের সোকজারট ১ আর রহমান

IMDB rating – 7.6

For the movie Mercedes-Benz asked that its logos be removed in scenes taking place in the slums. The company, according to Danny Boyle, did not want to be associated with the poverty-stricken area, fearing that might taint its image.

For the movie, 532 cars were destroyed in the film. They were actually given away by the insurance company, with no charge as all of them were flood-damaged.

Aron Ralston filmed a daily video diary while he was stuck in the canyon; the footage has only been shown to close friends and family and is kept in a bank vault for safety. Before shooting began both James Franco and director Danny Boyle were allowed to view the footage in order to accurately portray the events in the movie.

There is not a single "zoom shot" in the entire movie because Zoom technology did not exist in the movie's time period.

The movie is only 40% live action and 60% photo-realistic CGI. James Cameron originally planned to have the film completed for release in 1999. At the time, the special effects he wanted increased the budget to $400 million. No studio would fund the film, and it was shelved for eight years.

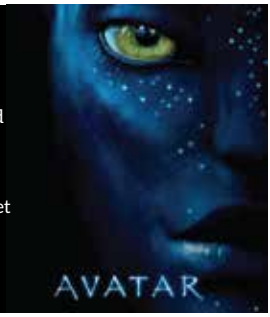

The sketch that Jack drew of Rose wearing the famous necklace in the blockbuster movie "Titanic" was really drawn by director James Cameron. The hands that we see drawing the sketch are really Cameron's. Cameron was also responsible for all the other sketches that were in Jack's sketchbook.

During the making of the movie "Fight Club" actor Brad Pitt chipped his tooth. However, he did not get his tooth capped until after the movie was done filming as he thought it would look better chipped for his character.

Several Spider-man costumes were created at a cost of $100000 each for 2002's Spider-man movie. Four were stolen from the set in early April of 2001 and Columbia Pictures posted a $25,000 reward for their return. The costumes were not returned.

A visual journey with

Roosevelt Azam

On the September 26 last year, Cinemascope held a day-long workshop on the essence and importance of maintaining storyboards during the making of motion pictures. All the participants were above 25 years of age. The workshop was conducted by Roosevelt Isme Azam, an expert storyboard artist who has worked for many popular television commercials in Bangladesh.

The workshop discussed and showed a variety of topics including the importance of storyboard to the artist; quick hand drawing; the demand for storyboard artists in the industry; storyboarding as a career; the struggles associated with creativity; and making a storyboard on an instant short scene.

Necessities of a storyboard

When a story or a concept is being shared or finalised for any particular film production, every individual in the production unit imagines or visualises it in their own ways. But the person responsible for deciding how the film should look on screen is the director. Before going direct into shooting, the sequences and scenes must be divided into small shot divisions. Before going for the shoot, the director has to make the director of photography (DOP) visualise the elements required camera framing, or in other words, how things should look on screen.

But the director will fail if he/she tries to make the DOP understand only with words. The director can do this easily if he/she comes up with visuals sketches or still photographs for describing scenes. For this, the director can himself do the sketching or the photography; or he/she may appoint an artist to do the sketching for him. The director can then insert the directions including camera angles, movements, focal lengths, lighting, alongside the sketches. That is what makes real sense to the DOP.

Quick hand drawing

A storyboard does not need to be very artistic because otherwise storyboarding will take a lot of time. Using basic shapes and forms for creating perspectives is always a good idea.

Demand for storyboard artists

The booming television industry and the number infotainment channels in the country offer a wonderful opportunity for storyboard artists. Many aspiring and talented directors, who have the basic knowledge about filmmaking, are making a lot of films nowadays. Sketchers with relevant academic background are always likely to do better than those who have learnt sketching as a hobby.

Struggles for a storyboard artist

Debates are very normal to spark between the sketch artist

and the director on the set. This is because people have different ways to look at things. It is not always necessary that the artist will have to comply with what the director thinks. Since the director calls the shots for a film, it is better for the sketch artist to listen to what the boss says. Then again, there would always be some directors who would appreciate a good suggestion from the sketcher.

Making a storyboard

The participants at the workshop were asked to choose any random short scene for making an analytical storyboard. The aspects that the participants worked on included camera angles, shot size, point of view, pans and tilts.

SADDAT HOSSAIN

New dilemma for **Cinemagoers**

Continued from **Page 4 Column 3**

– one is the Economy, the other is the Club Royalé. Although both arrangements show you the same films and give 3D viewing, the difference lies in the price of the tickets.

So, there is of course a catch. The price of an Economy ticket is Tk350 and the prices of other tickets range between Tk400-Tk450. If you are looking for something more posh, you are going to the Club Royalé for their luxurious lounge couch seats. These babies will give you an extensive foot-rest movie watching experience Tk 600. Raising the bar higher, they also have VIP lounge couches with private waiting rooms before the show and refreshments to enjoy right from your seats without taking the hassle to go to the counter. To take one of these VIP couches, you will have to pay a staggering Tk1,000. If you want to take foods, they have three food courts to serve from. But the question remains: how do students like us fit in their pricing offers?

I got the chance to talk to Md Masud Parvez, assistant manager of Blockbuster Cinema Hall, and told him about our concern.

"Well, it is the number one Cineplex in the country, you see" – he said with his chin up. "If you look through our pricing range, you can see that we have given similar priority to every group. Club Royalé and the VIP seats are for those who have a classy taste. On the other hand, the Economy seats are for rest of the guests. For students, we have a 10% discount if they show their university or college identity cards" said Parvez.

Balaka Cinema Hall may be the first thing to hit your mind if your wallet is sobbing. But then you will start thinking – well the environment is not up to the mark and above all, there is no 3D!

Well, that gave me some sort of momentary relief, but I wanted to have a first-hand experience of the halls and so he gives me a tour. The Club Royalé was playing "The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Trader"– a smooth movie to watch in smooth style.

Then I went to the economical class to watch "Jurassic Park" in 3D and it was equally awesome. I had a feeling that the 3D glasses and the projections are slightly better than Star Cineplex, though I did not like the seating arrangements with less walking spaces.

Now, you see, the verdict brings you to a little bit of a dilemma. Star Cineplex gives you good movie experience with a moderate ticket price. And they do offer a swelling movie selection. On the other end, you have Blockbuster Cineplex with an upmarket price that comes with even greater offers such as free popcorns, buy one get one ticket free, food discounts, etc and even better seats.

Which one will you choose depends on you, or more importantly, the health of your wallet.

My suggestion? Choose wisely.

ANANTA GOURAB

DHALLYWOOD REVIEW

অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী

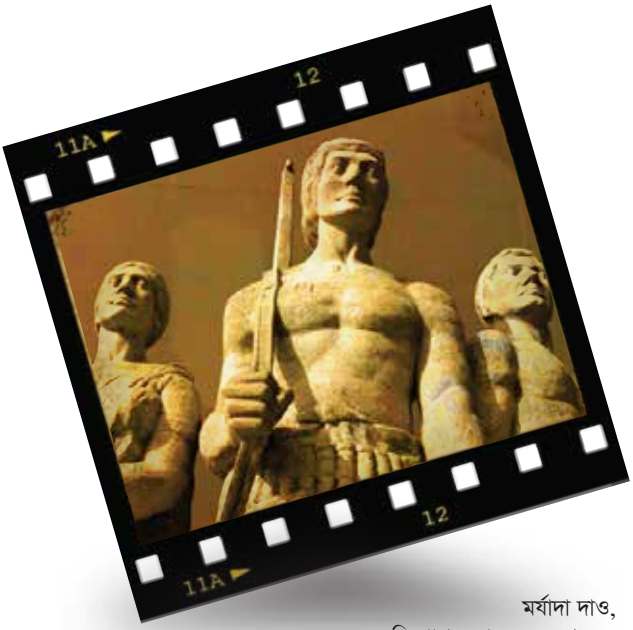

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'। সমসাময়িক বুদ্ধিজীবিদের কাছে। এমনকি পরিচালক সুভাষ দত্তকেই অনেকে চলচ্চিত্র মাধ্যমের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন। ফলে সুভাষ দত্তের মৃত্যুর পর অধিকাংশ পত্রিকাগুলোর শিরোনামও হয়েছিল 'বিদায় অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'। ১৯৭২ সালে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটিতে তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ববিতা, উজ্জ্বল ও আনোয়ার হোসেন। ছবির গানগুলোর সুর করেছিলেন সুরকার সত্য সাহা। চিত্রগ্রহণ করেছেন কিউ এম জামান।

চলচ্চিত্রটি শুরুর পাঁচ মিনিটের ভিন্ন মাত্রার দৃশ্যায়ন যেকোন দর্শকের মনযোগ আকর্ষণে বাধ্য। গ্রাম বাংলা, নদী-নৌকার অপরূপ নৈসর্গিক রূপের সাথে বাঁশির সুর যখন দর্শকের মনে সবেমাত্র আনন্দ যখন দোলা দিতে শুরু করে, তার ঠিক পরক্ষণেই একটি বৈদ্যুতিক টাওয়ারকে দেখানো হয় ভয়ংকরভাবে। পাশাপাশি আবহ সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই আতংকের মাত্রাটা ধরে রাখা হয়। তারপর আবার গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য এবং আবার সেই ভয়ংকর বৈদ্যুতিক টাওয়ার। ধীরে ধীরে কদর্য টাওয়ারটি যেন এগিয়ে আসতে থাকে দুর্দমনীয় গতিতে। পুরো দৃশ্যের উপস্থাপনটি হয়ে ওঠে আরও ভয়ংকর। এভাবে গ্রামবাংলা আর বৈদ্যুতিক টাওয়ারের যুগপৎ দৃশ্যায়ন কিছুক্ষণ চলার পর দর্শক মনে সাসপেন্স যখন নিশ্চিত ঠিক তখন বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টের দৃশ্যায়ন আর গুলির শব্দ উপস্থাপন করে ভয়ংকর সেই ২৫ মার্চের কালরাত্রিকে। ঠিক তার পরপর অসংখ্য ডালপালাসহ কয়েকটি শুকনো গাছ মূর্ত করে তোলে প্রাণহীন ২৫ মার্চ পরবর্তী বাংলাদেশের প্রাণহীন চিত্রকে। রক্তাক্ত হাতের বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা বন্দুক, নেপথ্যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দেখা আর নেপথ্য সংগীতে জাতীয় সংগীতের সুরের অবতারণা পুরো বিষয়টিকে পরিস্কার করে তোলে দর্শকদের সামনে।

সেই ভয়ংকর সেই বৈদ্যুতিক টাওয়ার আর বন্দুকসহ হাত বারবার দেখানো হয় এবং সাথে গুলি বোমার শব্দ ফুটিয়ে তোলে চলমান যুদ্ধের ভয়াবহতা। একটু পরই আরেকটি বন্দুকসহ হাতে ভারতের জাতীয় প্রতীক। অর্থাৎ মিত্রবাহিনীর যুদ্ধে অবতারনা। এবং তারপর আবার যুদ্ধ। অবশেষে বৈদ্যুতিক টাওয়ারটি উল্টে গেল। অর্থাৎ পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়। এরপর দেখানো হলো কয়েকটি মুরগী ছানার উপর থেকে একটি খাঁচা সরিয়ে নেয়ার পর মা মুরগীটি দূর থেকে দৌড়ে বাচ্চাদের কাছে আসল। স্বাধীন হলো এদেশ। এদেশের জনগণ মুক্ত হলো। শেষমেষ অভিভাবকের প্রত্যাবর্তণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তারপর পরই ক্লোজ শটে একটি সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন। তার ওপর ভেসে উঠে সিনেমার নাম 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'। পুরো অংশটি মাত্র ৪ মিনিটের। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই একাত্তুরের পুরো ইতিহাসকে তুলে এনেছেন অনন্য এক সেলুলয়েডিয় চলমান শিল্পের ছোঁয়ায়। মুক্তির প্রাক্কালে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'র মূল শোগান ছিল "লাঞ্ছিত নারীত্বের মর্যাদা দাও, নিষ্পাপ সন্তানদের বরণ কর...।" ৭১ এ বহু নারী হানাদার পিশাচদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ যে নিষ্পাপ শিশুটি এদেশের মুক্ত বাতাসে জন্মেছিল তার কোনও দোষ থাকতে পারে না। সেই নারীও কোন দিক থেকেই দোষী সাব্যস্ত হতে পারে না। তারা বীরাঙ্গনা। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। এই বক্তব্যটিই বোধ হয় পরিচালক সুভাষ দত্ত যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এদেশের মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন। তাইতো শেষ দৃশ্যে ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রোমেনা যখন বলে, "এই পোলা হওনের আগে বাবচিলাম ও জন্মাইবার লগে লগে ওর গলা টিপ্পা মাইরা ফালামু। কিন্তু যহন ও অইল..., আমি মা অইলাম তহন আর পারলাম না।" তখন আনোয়ার হোসেন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করে রোমেনাকে বলেন, "চল রোমেনা আমরা এই সন্তানকে বুকে নিয়ে সমাজের দ্বারে দ্বারে ঘুরি। অসংখ্যকে বলি এই লাঞ্ছিত নারীকে মর্যাদা দিতে তোমরা কুণ্ঠিত হইয়ো না। নতুন সুর্যের আলোয় সদ্য ফোটা ফুলের হাসি ফুটুক। দেশের নবনির্মিতিতে এক দিকে এরাও হবে শরীক। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। হে পৃথিবী, এ নিষ্পাপ সন্তানদের তোমরা বরণ করো।"

এই চলচ্চিত্রের অন্যতম দিক ছিল গল্পের ভিতরে গল্প ব্যাপারটি। মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশাল একটি বিষয়কে একটি মাত্র সিনেমার গল্প হিসেবে পুরোপুরি তুলে আনা প্রায় অসম্ভব। এ ছবিতে যেমন ছিল

বীরাঙ্গনার গল্প তেমনি ছিল ভালোবাসার গল্প, সেই ভালোবাসায় যেমন প্রোটাগনিস্ট (উজ্জল-ববিতা) ছিল, তেমনি এন্টাগনিস্ট (আহমেদ শরীফ) ও উপস্থিত ছিল। আবার এন্টাগনিস্ট কে নাটকীয়ভাবে প্রোটাগনিস্টে নিয়ে আসা ছিল হাততালি দেয়ার মতো ব্যাপার। নাটকীয়তা আরো লক্ষ্য করা যায় আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে যে অন্তর্নিহিত গল্প আছে তার মধ্যে। আনোয়ার হোসেন এ ছবিতে অভিনেতা আনোয়ার হোসেন হিসেবেই ছিলেন। এবং গল্পকার বা পরিচালক তাকে শুরু থেকে শেষ অব্দি একজন প্রোটাগনিস্ট হিসেবে দেখালেও গল্পের মাঝে দেশের একজন সুপারনায়ক ভীতুর মতো মুক্তিযুদ্ধে যোগ

না দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে তাস পেটানোতে মত্ত ছিলেন বিধায় গল্পের ঐ অংশে দর্শক মনে সে এন্টাগনিস্ট হিসেবেই বিবেচিত হবেন। তবে শেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকলে আনোয়ার হোসেন চরিত্রটি আবারো নাটকীয়ভাবে দর্শকের কাছে প্রোটাগনিস্ট হয়ে উঠে, যা সত্যিই চোখে পড়ার মত।

এ ছবিতে যারা অভিনয় করেছেন তাদের অভিনয় নিয়ে মন্তব্য করাটা দুঃসাহসিকতা। বীরাঙ্গনার চরিত্রে ববিতা যেমন অনবদ্য অভিনয় করেছেন তেমনি আনোয়ার হোসেন থেকে শুরু করে খোকন, মাসুদরাও স্বস্ব চরিত্রে ছিলেন উজ্জ্বল। তাছাড়া এই ছবিতে চলচ্চিত্রকার সুভাষ

দত্ত নিজেও অভিনয় করেছেন। মোদ্দাকথা চরিত্রগুলোকে যথার্থভাবে রূপায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত সার্থকভাবে। এ ছবির চিত্রগ্রহণ অতোটা দীপ্তিময় হয়নি বলেই বোধ হয়েছে আমার কাছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্যানিং এবং

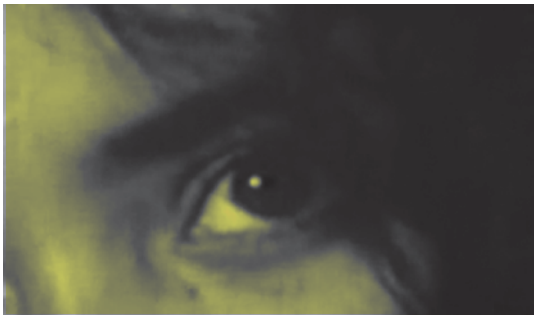

টিল্টিং শট ব্যবহৃত হয়েছে, যা একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে আমার কাছে দৃশ্য বিড়ম্বনার কারণ বলে মনে হয়েছে। কিছু কিছু ফ্রেমিং অসাধারণ হলেও কিছু কিছু অতোটা মনে ধরেনি।

চলচ্চিত্রের মতো দর্শকের মধ্যেও কিছু এন্টাগনিস্ট আছে। যারা আলোচনার সময় প্রায়শই 'গল্পটা আরেকটু এ রকম হলে ভালো হতো' টাইপ মন্তব্য করে থাকেন, তারাই বোধ হয় ইন্টারনেট, পত্রপত্রিকায় বলাবলি করেছিল- "রোমেনা চরিত্রের মাধ্যমে বাঙালী নারীর মার্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশে নারীকে দুর্বল ও নির্ভরশীল চরিত্রে রূপায়ণের ফলে তার সাহসী ভূমিকা

প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। গল্পকার বা পরিচালক গল্পটি করতে গিয়ে তাদের ব্যাক্তিগত আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।" তবে আমার মতে পরিচালক যদি তা করেই থাকেন তো বেশ করেছেন। আবেগ না থাকলে গল্প হয় না। আর আবেগ তো ব্যক্তিগতই হবে। আপনার আবেগ নিয়ে পরিচালক সবসময় ছবি বানাবেন, এমনটা আশা করা হয়তো উচিৎ না। যদি বলেন জাতীয় স্বার্থ বিবেচনার কথা তাহলেও গল্প শতভাগ ঠিক আছে। যুদ্ধ পরবর্তী বছরের সমাজে তখন এই বীরাঙ্গনা নারীরা যখন কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না তখন এই নারীদেরকে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী যেমন সাহস দিয়েছে তেমনি দিয়েছে সম্মান। নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কিছু হয়েছে বোধ করি না।

জাহিদ গগণ

বাংলা সিনেমা'র অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত

পৃষ্ঠা ৫ এর পর

মতে 'বিকল্প' ধারা বলে কিছু নেই, বিকল্পছবি নির্মাতাদের আরেক দল তখন আত্মতুষ্টিতে সিনেমা বানানোর বাণী প্রচারে ব্যস্ত। সেই সুযোগে নাচগানে ভরপুর বাণিজ্যিক ছবির নির্মাতারও তথাকথিত সেসব 'বিকল্প' ধারার নির্মাতাদের যোগ্যতাকে করেন প্রশ্নবিদ্ধ। সম্ভবত চলচ্চিত্র শিল্পে এতোগুলো মোটাদাগের ঘরাণার অন্তর্দন্দেই সুযোগ নেয় কিছু অর্থলোভী মহল। কখনো কাটপিসে কখনোবা পুরোদস্তুর অশ্লীল ছবির বদৌলতে। তারেক মাসুদ ও তার স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত 'রানওয়ে', 'অন্তর্যাত্রা', 'মাটির ময়না', 'মুক্তির গান'; মোস্তফা সরয়ার ফারুকী নির্মিত 'ব্যাচেলর', 'থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার', 'মেড ইন বাংলাদেশ'; গিয়াস উদ্দিন সেলিম নির্মিত 'মনপুরা', নাসির উদ্দিনী ইউসুফ বাচ্চু নির্মীত 'গেরিলা'র মতো সিনেমাগুলো সাধারণ মানুষকে তৈরি করে দিয়েছে একটা আলাদা ভাবনার বিশ্ব। তারেক মাসুদ নির্মিত 'মাটির ময়না' বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম অস্কার পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হলেও শেষ পর্যন্ত পুরস্কার জিততে সমর্থ না হয়েও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে রচনা করে নতুন এক অধ্যায়। যুক্ত হয় নতুন এক সম্ভাবনা। অন্যদিকে পুরোদমে বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রটাতেও ডিজিটালাইজেশনের প্রভাবে বেশ সংখ্যক নতুন মুখের পদচারনা নির্মাতা-প্রযোজনা আর অভিনয়ের কাতারে দেখা মিললেও স্বকীয়তার অভাবে আর অনেকক্ষেত্রে অনুকরণ প্রিয়তার জন্যে কালের অকাল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন অনেক প্রতিভা।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে জাতি গঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনেক। ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শুধুমাত্র ব্যবসায়িক চিন্তাধারাই নয়, সৃজনশীলতা ও মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় দিয়ে চলচ্চিত্র তৈরির মাধ্যমেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তেমনটা করতে হলে বিকল্প আর বাণিজ্যিক এই দুই ধারার যুগপৎ প্রচেষ্টাই সম্ভবত পারে সেই কাঙ্খিত দিনের আলো দেখাতে। চেষ্টা যখন উত্তরণের তখন ভেদাভেদ ভুলে সম্ভবত ঐক্যের সঙ্গে অগ্রণী হবার চেষ্টাটাই সবার মধ্যে থাকা সবচেয়ে জরুরী।

ইশরাত জেরিন

অনন্ত জলিল সমাচার

পৃষ্ঠা ৭ এর পর

যদি দক্ষিণ ভারতে দেবতুল্য হতে পারেন, অনন্ত তাহলে আর যা-ই হোক, বিদ্রুপের পাত্র হতে পারেন না। অনন্ত যেটুকু সাফল্য পেয়েছেন, তার প্রশংসা করা উচিত। তাঁর কাছে আরও ভালো কিছুর প্রত্যাশা আমরা ব্যক্ত করতে পারি। কিন্তু তাঁকে ক্লাউন ভেবে নিয়ে অসুস্থ আত্মতৃপ্তি পাওয়ার প্রয়োজন আছে কি? আমাদের একজন মন্ত্রী শাহরুখ খানের মতো মেলোড্রামা ধাচের অভিনেতার অনুষ্ঠান দেখার জন্য গদগদ হয়ে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। হাসি-ঠাট্টা করলে এ ধরনের লোকদের নিয়ে করাটাই ভালো, অনন্তকে নিয়ে নয়। অনন্ত এ দেশের সন্তান। তাঁকে অসহ্য মনে হলে বর্জন করুন। কিন্তু তাঁকে একজন অদ্ভুত আগন্তুকের মতো ধরে নিয়ে এমন ঠাট্টা-মশকরা করারটাও খুব একটা মানসিক সুস্থ্যতা নির্দেশ করে না। অনন্ত সিনেমায় যা করেন, তার চেয়ে অনেক উদ্ভট, অবিশ্বাস্য ও অরুচিকর কাণ্ড ঘটান এ দেশের অনেক রথী-মহারথী। আমাদের চারপাশে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন অসংখ্য অনন্তজলিল। তাঁদের সবকিছু মেনে নিয়ে এক অনন্তকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা অদ্ভুত এক স্ববিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দাউদ অর রশিদ

বাংলাদেশী স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্রের আদ্যোপান্ত

পৃষ্ঠা ১৭ এর পর

শুরু করা হয়। এ ধরণের চলচ্চিত্রে সময় ও অর্থ দুটিই কম লাগে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরেই অনেকের কাছে পৌঁছানো যায়। ১৯৮৬ সালে চলচ্চিত্রকার সমাজ অনুভব করেন সম্মিলিত হওয়ার গুরুত্ব। যেখান থেকে যাত্রা শুরু বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ফোরামের।

ফোরামে সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তারেক মাসুদ, তানভীর মোকাম্মেল, মোরশেদুল ইসলাম, তারেক শাহরিয়ার, শামীম আক্তার, নুরুল আলম আতিক, রাশেদ চৌধুরী প্রমুখ। বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ফোরামের বর্তমান অফিসের অবস্থান শাহবাগ। ফোরামটি অসংখ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে আজ অব্দি। এছাড়াও বিভিন্ন সময় এখানে আয়োজন করা হয় চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার।

ফোরামের আয়োজনে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন দেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবীর। প্রথম উৎসব লোগোটির নকশা করেছিলেন চিত্রশিল্পী শিশির ভট্টাচার্য। উৎসবের প্রথমবারের আয়োজনে দেখানো হয়েছিল ৩০ টি দেশের ২৫০ টি ছবি। এরপর থেকে প্রতি দু'বছর পরপর নিয়মিতভাবে এই উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে। উৎসবের মুল আয়োজনস্থল কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার মিলনায়তন হলেও, জাতীয় জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমি, রাশিয়ান সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র ও ব্রিটিশ কাউন্সিলেও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল চলচ্চিত্রপ্রেমীর জন্য এই চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে ওঠে এক অনন্য মিলনমেলা।

নাহিয়ান মুনতাসির

বাংলাদেশী স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্রের আদ্যোপান্ত

১৩ তম স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে ফোরামের আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন

'মুক্ত চলচ্চিত্র, মুক্ত প্রকাশ' এ শ্লোগানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আজ থেকে ২৫ বছর আগে আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও মুক্ত চলচ্চিত্র উৎসবটি এই উপমহাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব হিসাবে ১৯৮৮ সালে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯০ এর আগে থেকেই বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকারেরা চলচ্চিত্রে নতুন নতুন ধারা সংযোজনের চেষ্টা চালান। এসময় বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি সামাজিক ছবিতে ফুটে উঠতে থাকে। এসময় হঠাৎ করেই বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তা পূর্বের চলচ্চিত্রগুলোর গ্রহণযোগ্যতাকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭১ এর পর অনেকেই আশা করেছিলেন নুতন মাত্রার চলচ্চিত্রের। কিন্তু গুটিকয়েক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রের পর বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র পুরো স্থানটি দখল করে নেয়। এসময় বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকারেরা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করার বিভিন্ন চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সাবলম্বিতার অভাব অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসময় আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৬ মিঃমিঃ ফিল্ম এর দাম কম হওয়ায় প্রথমবার এটি পরীক্ষামূলক ভাবে

বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

We will forever miss you Sir!

Tareque Masud was a visionary filmmaker. He portrayed ordinary people in extraordinary stories. Tareque Masud's educational life started in a Madrasa, where he went up to the age of 15. After that, he joined a co-educational English medium college. So his works have versatile characters in them from virtually every corner of the society. Themes such as religion, poverty, feminism, nationalism and relationships play key roles in his storytelling and characterisation. In almost all of his films, he portrayed the orthodox face of Islam in our society. He showed how the rigid intentions towards Islam in our society have become a part of it itself, where many things are accepted and also ignored in the name of religion. This goes for his female characters as well. In his films, feminism is represented with independent and caring emotions. Women, in Tareque Masud's eyes, should have free thinking and ability to work rather than locked away in household chores.

Two of Tareque Masud's greatest works are "Matir Moyna" and "Runway," where he tells two different stories from different times, but they

are similar in terms of social norms, cultural values and simplicity of storytelling. All of his films demonstrate brave vision about our country and society and how he depicted his thoughts through his genius works.

Tareque Masud's first full-length feature film Matir Moyna debuted at the Cannes Film Festival. He derived inspiration from this film from his own childhood experiences. He won the International Critic's Award at the Cannes in 2002 for this film and the FIPRESCI Prize for Directors' Fortnight for "its authentic, moving and delicate portrayal of a country struggling for its democratic rights." Matir Moyna was received with critical praise and toured the international circuit. It was one of the first Bangladeshi films to be widely circulated and was greeted with enthusiasm for its realistic depiction of life without the melodrama that is prevalent in many other South Asian films.

The story of Tareque Masud's last ever film Runway revolves a poor migrated family living in the outskirts of the airport in Dhaka and young Ruhul, who lives with his family in a small hut next to the runway. His mother Rahima struggles to support the family by selling milk from a cow bought with a micro credit loan. His sister Fatima works long hours in a garment factory. There has been no word from their father for over a month, since he left for a job in the Middle East. But the story is not confined to the poverty of the four-member family. It also focuses on the country's ongoing socio-economic and political situation and reveals the reasons behind the spreading of the Islamic fanatic movement across the country.

A madrasa dropout, Ruhul spends his days wandering under the shadow of the planes, aimless and frustrated in his futile efforts to find work. One day at a cyber café he meets Arif, a computer savvy young man who exudes confidence and a sense of purpose. The world Arif introduces him to seem inspiring and new, but eventually Ruhul's life spirals into an evil world of intolerance, violence and ultimately death of Arif. The director describes in the film how aimless and frustrated Ruhul gets involved with the so-called Jehadist movements. After some bloody attacks, Ruhul leaves the gang and realises his mistakes.

Tareque Masud wanted to show that not only national but international socio-economic and political struggles could also change the life of a simple boy, forcing him to become an Islamic extremist and how this affects the condition of his family.

ANANTA GOURAB

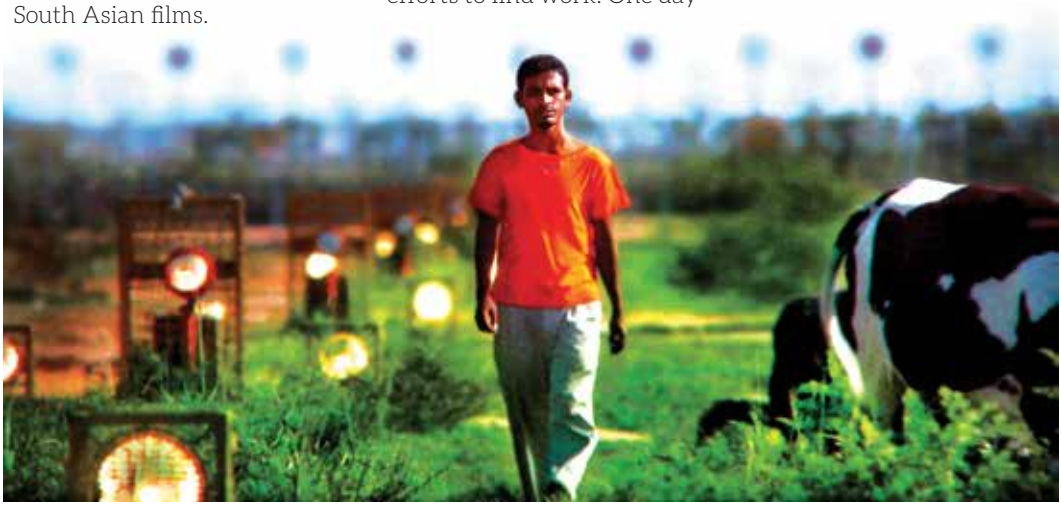

DIRECTORS' QUOTE

Steven Spielberg

"People have forgotten how to tell a story. Stories don't have a middle or an end any more. They usually have a beginning that never stops beginning."

Stanley Kubrick

"A film is–or should be–more like music than like fiction. It should be a progression of moods and feelings. The theme, what's behind the emotion, the meaning, all that comes later."

George Lucas

"By having a really good understanding of history, literature, psychology, sciences – is very, very important to actually being able to make movies."

Ingmar Bergman

"No art passes our conscience in the way film does, and goes directly to our feelings, deep down into the dark rooms of our souls."

Sam Fuller

"Film is a battleground."

Alfred Hitchcock

"Drama is life with the dull bits cut out."

Christopher Nolan

"I think audiences get too comfortable and familiar in today's movies. They believe everything they're hearing and seeing. I like to shake that up."

Darren Aronofsky

"I couldn't sleep one night and I was sitting in my office and I realized that I was an independent filmmaker."

Ridley Scott

"People say I pay too much attention to the look of a movie but for God's sake, I'm not producing a Radio 4 Play for Today, I'm making a movie that people are going to look at."

Jean-Luc Godard

"Photography is truth. The cinema is truth twenty-four times per second."

Richard Linklater

"I think may be making films is something innate you can't really teach to begin with."

Francis Ford Coppola

"There's nothing creative about living within your means."

ULAB
UNIVERSITY OF LIBERAL ARTS
BANGLADESH

House: 56, Road: 4/A (Satmasjid Road), Dhanmondi, Dhaka-1209.
Phone: +880 2 9661301, +880 2 9661255, Fax: +880 2 9670931
Email: info@ulab.edu.bd, Web: www.ulab.edu.bd